ভূমিকা

ইসলাম তার অনুসারীদের সংসারত্যাগ বা নির্জনবাসের শিক্ষা দেয়নি। অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জঙ্গলে কিংবা গুহায় গিয়ে জীবনযাপন করার কথা বলেনি; বরং ইসলামের শিক্ষা হলো—তোমরা এই গলিপথ ও বাজার-ঘাটেই বসবাস করতে করতে আল্লাহর হক আদায়ের পাশাপাশি বান্দার হক আদায়েরও ব্যবস্থা কর, তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে পেয়ে যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। কিছু সম্পর্ক রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন, মা ও সন্তানের সম্পর্ক, ভাই ও বোনের সম্পর্ক। আবার কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে। যেমন, স্বামী ও স্ত্রী, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক। তেমনি কিছু সম্পর্ক জ্ঞানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যেমন, শিক্ষিকা ও ছাত্রীর সম্পর্ক। মানবজাতির প্রতিটি সদস্যই উপরোক্ত সম্পর্কগুলোর কোনো না কোনোটির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত। এই আত্মীয়-স্বজন ও সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার মানুষের ওপর বর্তায়, যেগুলোকে বলা হয় 'হক্কুল ইবাদ' তথা বান্দার অধিকার।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে মা ও মেয়ের সম্পর্ক। শরিয়তে মা ও মেয়ের প্রত্যেকের হক অপরের ওপর অপরিহার্য করা হয়েছে। এরপর একজন মায়ের সন্তান হিসেবে ভাইবোনদের একে অপরের ওপরও কিছু অধিকার নির্ধারিত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের ফলে যেসব সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে একটি সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। শরিয়ত স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু অধিকার আবশ্যক করেছে (স্বামীর ওপরও স্ত্রীর কিছু অধিকার আবশ্যক করেছে)। দাম্পত্যজীবনের সূত্রে গড়ে উঠা আরেকটি সম্পর্ক হলো শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক। শরিয়ত যেভাবে শাশুড়িকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে, ঠিক তেমনই পুত্রবধূকেও কন্যার সমতুল্য গণ্য করেছে। পাশাপাশি শাশুড়ির ওপর বউয়ের কিছু অধিকারও নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষাদানের সম্পর্কও অনেক অধিকারের দাবি রাখে। ছাত্রীদের ওপর শিক্ষিকার

এবং শিক্ষিকার ওপর ছাত্রীদের যেসব অধিকার রয়েছে, শরিয়ত তা-ও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে যেমন সংবেদনশীলতা রয়েছে, তেমনি এগুলোকে সঠিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য রয়েছে অনেক নীতিও। আলোচ্য বইটি জাম্বিয়ায় ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ইতিকাফের সময় নারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হজরতজির বয়ানগুলোর সংকলন। যেখানে এই সমস্ত অধিকারের কথা বিস্তারিতভাবে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সুন্দর উদাহরণ, আকর্ষণীয় ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহে কম্পোজিং, তাখরিজ, ডিজাইন এবং প্রিন্টিংয়ের পর বইটি পূর্ণতা লাভ করেছে এবং *মাকতাবাতুল ফকির*-এর প্রচেষ্টায় সজ্জিত হয়ে আপনাদের হাতে এসেছে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের জন্য উপকারী করুন এবং আমরা সবাই যেন হজরতজির বরকত দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আমিন, সুম্মা আমিন!

—সাইফুল্লাহ আহমাদ নকশবন্দি মুজাদ্দেদি

অনুবাদকের কথা

মানুষের জীবন কখনো একমুখী নয়; বরং তা নানা ভূমিকায় বিভক্ত, বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত। একজন নারী কখনো হন স্নেহময়ী মা, কখনো আদর্শ কন্যা, কখনো সহানুভূতিশীল বোন, কখনো বিশ্বস্ত স্ত্রী, আবার কখনো হন শাশুড়ি, পুত্রবধূ, শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রী। প্রতিটি ভূমিকায় তার ওপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও আমানত অর্পিত থাকে। এসব দায়িত্ব অবহেলা করলে পরিবারে অশান্তি, সমাজে ভারসাম্যহীনতা এবং সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> ‘তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবে।’(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদিস নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ পরিবার ও সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

‘আদর্শ মুসলিমাহ’ বইটি মূলত একজন নারীর জীবনের এসব দায়িত্ব, অধিকার ও সীমারেখা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই লেখা। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এখানে একজন নারীর বিভিন্ন সম্পর্ক—কন্যা, স্ত্রী, মা, বোন ও পুত্রবধূ হিসেবে তার করণীয় ও দায়িত্বসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আধুনিক গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার তুলে ধরা হয়েছে, যাতে সবাই বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে পারেন এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

কন্যা হিসেবে পিতামাতার আনুগত্য, স্ত্রী হিসেবে ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা, মা হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব, বোন হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা, পুত্রবধূ হিসেবে ভারসাম্য ও ধৈর্য, শাশুড়ি হিসেবে মমতা ও সুবিবেচনা, ছাত্রী হিসেবে আদব, আগ্রহ ও মনোযোগ—এই সব বিষয়ই বইটিতে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

অতএব, এ বই কেবল পাঠের জন্য নয়; এটি আত্মগঠন ও চরিত্র নির্মাণের একটি সহায়ক মাধ্যম। পাঠিক-পাঠিকাগণ যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এর নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করেন, তবে নিজে যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণের উৎসে পরিণত হবেন—ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে এ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রণেতা সম্মানিত লেখকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি গভীর জ্ঞান, আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। অনুবাদক হিসেবে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন—এই দুআ করি।

একইসঙ্গে প্রকাশক ও সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই, যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। সর্বোপরি ধন্যবাদ সেই পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি, যাঁরা বইটি পাঠ করবেন, চিন্তায় ধারণ করবেন এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবুও কোথাও কোনো ভুলত্রুটি থেকে গেলে তা অনিচ্ছাকৃত। আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং বিজ্ঞ পাঠিকার নিকট সংশোধনী ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

—ইলিয়াস আশরাফ

০১-০১-২০২৬ ইং

সূচিপত্র

আদর্শ মেয়ে

কিছু কথা

নারী অধিকার: ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

আদর্শ মেয়ের কিছু গুণাবলী

সাইয়েদা ফাতেমা রা.এর লজ্জাশীলতা

ফাতেমা রা.-এর লজ্জাশীলতার আরেকটি উদাহরণ

আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর লজ্জাশীলতা

মারইয়াম আ.-এর লজ্জাশীলতা

মায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

এক কন্যার অতুলনীয় আনুগত্য

আদর্শ পুত্রবধূ

শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে বিরোধের কারণ

পুত্রবধূর প্রকারভেদ

পুত্রবধূর জন্য সোনালি নীতিমালা

পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ির অভিযোগ

শাশুড়ি ও পুত্রবধূর একটি মজার ঘটনা

ভালো পুত্রবধূ এমন হয়

আদর্শ বোন

সন্তান আল্লাহর এক মহান নেয়ামত

আদর্শ বোনের গুণাবলি

বোন থাকার উপকারিতা

ভাইবোন একে অপরের কাছ থেকে কী শেখে?
ইমাম বুখারি রহ.-এর বোনের কুরবানি
ভাইয়ের প্রতি এক বোনের অতুলনীয় ভালোবাসা
একজন আদর্শ বোনের গল্প
বোনেদের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন

আদর্শ স্ত্রী

একজন নারী কীভাবে একজন আদর্শ স্ত্রী হতে পারেন
পুরুষকে নারীর তত্ত্বাবধায়ক করার কারণ
পুরুষের ভালো-মন্দ কী দিয়ে পরিমাপ করা হবে?
আমার শ্রদ্ধেয়া মায়ের অমূল্য কথা
স্বামী-স্ত্রীর সুখের রহস্য
আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ টিপস
নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোঝানোর পদ্ধতি
একজন অনুগত স্ত্রীর ঘটনা
পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের কাছে কী চায়?
স্ত্রীর জন্য আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা
সুখী স্ত্রীর জন্য বারোটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
উম্মাহাতুল মুমিনিনের জীবন স্ত্রীদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা
স্বামীর প্রতি ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিকের বিশ্বস্ততা

আদর্শ মা

ছোটো বাচ্চাদেরকে কীভাবে প্রতিপালন করা উচিত
কৈশোরকালীন সন্তানের প্রতিপালন
বয়ঃসন্ধিকালে কী কী পরিবর্তন আসে
বয়ঃসন্ধিকালীন সন্তানের প্রশিক্ষণের জন্য করণীয়
তরুণ-তরুণীদের বিপদচিহ্ন
কৈশোরকালীন সন্তানদের সমস্যা
ছেলেসন্তান প্রতিপালনের কিছু নির্দেশিকা
মেয়েসন্তান প্রতিপালনের বিশেষ দিক

মায়েদের জন্য বিশেষ উপদেশ
মায়ের ভালোবাসা

আদর্শ শাশুড়ি

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা
শ্বশুর-শাশুড়ি নিজের বাবা-মায়ের মতো
ঝগড়ার মূল কারণ, কার কথা শোনা হবে?
শাশুড়ির প্রকারভেদ
শাশুড়ি কেন এমন আচরণ করেন?
আদর্শ শাশুড়ির সোনালি নীতি

আদর্শ ছাত্রী

ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব
নবিপত্নীগণ ও নারী সাহাবিদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ
জ্ঞান চর্চায় নারী সাহাবিদের অবদান
স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আসমা বিনতে আবু বকর রা.
তাবেয়ি যুগে নারীদের জ্ঞানান্বেষণ
জ্ঞান চর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান
জ্ঞান অর্জনে নারীদের সফর
নারীদের মধ্যে দ্বীনের খেদমতের প্রেরণা
বর্তমান যুগের চাহিদা
নারীদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি
উচ্চশিক্ষিতা নারীদের দ্বীনের প্রতি আগ্রহ
ছাত্রীদের জন্য কিছু উপকারী উপদেশ
আল্লাহর মনোনীত নারীগণ

আদর্শ মেয়ে

কিছু কথা

আমি অধম অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম—এ বছর রমজানুল মুবারকে ইতিকাফের সময় নারীদের উদ্দেশ্যে বয়ানের জন্য কোন বিষয়টি নির্বাচন করা যেতে পারে। একপর্যায়ে মনে হলো, নারীর জীবনের তো একটিমাত্র অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। আর প্রতিটি স্তরেই আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং, এ বছর ইতিকাফের বয়ানে নারীর জীবনের স্তরগুলো নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। যাতে তারা বুঝতে পারে, জীবনের প্রতিটি স্তরেই কীভাবে একজন উত্তম ও আদর্শ নারী হওয়া যায়। যেমন: কীভাবে একজন আদর্শ কন্যা হওয়া যায়, কীভাবে সেরা ছাত্রী হওয়া যায়, বিয়ের পর কীভাবে আদর্শ স্ত্রী হওয়া যায়, কীভাবে ভালো পুত্রবধূ হওয়া যায়, কীভাবে সেরা মা হওয়া যায় এবং কীভাবে সেরা একজন শাশুড়ি হওয়া যায়। সর্বোপরি প্রতিটি নারী যেন বুঝতে পারে, কীভাবে আল্লাহর একজন উত্তম বান্দি হওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে যত ধাপ আসতে পারে, প্রতিটি ধাপেই কীভাবে নিজেকে সর্বোত্তমভাবে গড়ে তুলতে পারে—এই দিকনির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে আলোচনায়।

এই উদ্দেশ্যে আমি বাজার থেকে কিছু বই সংগ্রহ করলাম। 'আদর্শ স্বামী-স্ত্রী' নামে কয়েকটি বইও পেলাম। কিন্তু সেগুলো পড়ে মনে হলো, এ বইগুলোতে গভীর জ্ঞান বা পর্যাপ্ত উপাদান নেই। এমন কিছু এসবে নেই, যা পড়ে একজন ব্যক্তি ধাপে ধাপে নিজের জীবনকে উন্নত করতে পারে। সুতরাং, এ বিষয়ে উপযোগী ও কার্যকরী উপকরণ খুঁজে পেতে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

আমি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ বিষয়ে জানতে চেয়েছি, পাশাপাশি সমসাময়িক আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও খোঁজার চেষ্টা করেছি। এজন্যই এই বইয়ে যেখানে বলা হবে যে, 'গবেষণা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত', সেখানে বুঝতে হবে—তা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, মিশিগান ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউ

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি বা পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষণা। অর্থাৎ, এসব স্থানে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার কথা বলা হচ্ছে। আশা করা যায়, নারীরা এই বইটি মনোযোগের সঙ্গে পড়বেন এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবেন।

পরবর্তীতে মনে হলো—জীবনের বিভিন্ন স্তর নিয়ে যেভাবে নারীদের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন, ঠিক তেমনই পুরুষদেরও এ বিষয়ে অবহেলা করা যাবে না। তাই এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পুরুষদের জন্যও থাকবে। যেন এ বইটি নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও উপকারে আসে। নারীদের উচিত, তারা যেন তাদের তরুণ সন্তান, প্রিয় স্বামী ও ভাইদেরও এই বইটি অবশ্যই পড়তে দেন।

নারী অধিকার: ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

নারী অধিকারের বিষয়টি ইতিহাসের আলোকে দেখা হলে অনেক চড়াই-উৎরাই দেখা যায়। এমন বহু সমাজ অতীত হয়েছে, যেখানে মানুষ নারীদের এতটাই মাথায় তুলে নিয়েছিল যে, তারা রীতিমতো নারীর পূজা-অর্চনা শুরু করে দিয়েছিল; তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখা হতো। আবার মানবেতিহাসে এমন সময়ও এসেছে, যখন নারীদের এতটাই হেয় করা হয়েছে যে, তাদের অস্তিত্বকেও সহ্য করা হয়নি।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই পৃথিবীতে আগমন করলেন, তখন আরব সমাজে কন্যাসন্তানের জন্ম একটি লজ্জার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। যার ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নিত, সে ছোট্ট নিষ্পাপ কন্যাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত। কতটা পাশবিক! একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হতো! ঘরের মধ্যে মেয়ের নামও সহ্য করা হতো না। এমনকি মক্কা মুকাররামার বাইরে একটি কবরস্থান ছিল, যেখানে ওইসব কন্যাশিশুদের দাফন করা হতো। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদেও এর উল্লেখ করেছেন:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

> ‘আর যখন জীবন্ত কবর দেয়া মেয়েশিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে—
> কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?’[১]

এমন সমাজ, যেখানে কন্যাসন্তানের অস্তিত্বও সহ্য করা হতো না, সেখানে কন্যার অধিকার নিয়ে কথা বলা বা কন্যার প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনের কথা বলা কত কঠিন কাজ ছিল! কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদের ওপর অপার অনুগ্রহ করলেন এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে জানালেন। নবিজি ইরশাদ করেছেন:

مَن عال ثلاثَ بناتٍ، فأدَّبَهنَّ وزوَّجَهنَّ، وأحسَن إليهنَّ، فلَه الجنَّةُ

[১] সুরা তাকভির, ৮-৯

> ‘যার তিনজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন করে, তাদের আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তারপর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয় এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে—তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।’[২]

এই সমাজে কন্যাসন্তানকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবিজি একবার বসে ছিলেন। এমন সময় এক সাহাবি এসে বললেন, হে আল্লাহর হাবিব, আমি আমার জীবনে অনেক বড় বড় গুনাহ করেছি! নবিজি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ তাআলা বান্দার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এ কথা শুনে সাহাবির চোখে অশ্রু চলে এলো। তারপর বললেন, হে আল্লাহর হাবিব, এই গুনাহ বলতেও আজ আমার লজ্জা লাগছে। আমি তখন মানুষ ছিলাম না; পশু ছিলাম! আমি কীভাবে এই কাজ করলাম! নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবারো বোঝালেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যত গুনাহই হোক না কেন, আল্লাহ তা মাফ করে দেন।

এরপর সেই সাহাবি বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর হাবিব, আমাদের সমাজ এমন ছিল যে, ঘরের মধ্যে আমরা কন্যা সন্তানের অস্তিত্বও পছন্দ করতাম না। যার ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হতো, সে ওই ছোট্ট নিষ্পাপ কন্যাশিশুকে জীবন্ত মাটির নিচে পুঁতে ফেলত। আমার মনোভাবও এমনই ছিল। একবার আমার স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় রেখে আমি বাণিজ্যিক সফরে বের হলাম। সফর শেষে ফিরে এসে জানতে পারলাম, স্ত্রী সন্তান প্রসব করেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী সন্তান হয়েছে? সে বলল, আমার একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল, আমি তাকে শেষ করে দিয়েছি। এ কথা শুনে আমি স্বস্তি পেলাম। ভাবলাম, ঘটনা শেষ। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন; আমার স্ত্রী সেই কন্যা শিশুকে দূরে তার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সে সময় যাতায়াতের প্রচলন তেমন ছিল না। ফলে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দীর্ঘ সময় দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর কেটে যেত একে অপরের সঙ্গে দেখা না করেই। তাই সঠিক খবর জানা সম্ভব হতো না তখন। এভাবেই সে মেয়েটি আমার স্ত্রীর বোনের বাড়িতেই লালিত-পালিত হতে থাকল, যতক্ষণ না সে হাঁটাচলার উপযোগী হয়ে উঠল। মাঝেমধ্যে আমার স্ত্রীর

[২] সুনানে আবু দাউদ, ৫১৪৯

বোন যখন তাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসত, তখন সেই ছোট্ট মেয়েটিও সঙ্গে থাকত। আমি সবসময় তাকে আমার শ্যালিকার মেয়ে বলেই ভাবতাম।
এই ছোট্ট মেয়েটি আমাদের বাড়িতে এলে আমার সঙ্গে কথা বলত। কখনও আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, কখনও হাসত আমাকে দেখে। তখন আমার ভালোই লাগত মেয়েটিকে। তাকে আদর-স্নেহও করতাম। কয়েকবার এভাবে আসা-যাওয়ার পর আমার মনে তার প্রতি এক ধরনের মায়া জন্ম নিল। সে আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করত, আমি তাকে কোলে নিতাম, তার সঙ্গে খেলা করতাম, কথা বলতাম।

যখন আমার স্ত্রী দেখল যে, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার ভালোবাসার বন্ধন অনেক গভীর হয়ে গেছে, তখন একদিন সে আমার সামনে গোপন কথাটি প্রকাশ করল। সে বলল, 'এটা আমার বোনের মেয়ে নয়, এ আমারই মেয়ে। আমি তাকে আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেখ তো, আমাদের মেয়ে কত সুন্দর, কত আদুরে! কত নিষ্পাপ কথা বলে!'

স্ত্রীর কথা শুনে আমার ভেতরের পশুত্ব জেগে উঠল। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, এই মেয়েকে আমি জীবন্ত কবর দিয়ে দেব।

কিছুদিন পরে আমি স্ত্রীকে বললাম, আমার একটা কাজ আছে, আমি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাব। স্ত্রী বলল, খুব ভালো, নিয়ে যাও। আমি সেই ছোট্ট মেয়েটিকে সঙ্গে নিলাম এবং পথে একটি কোদাল কিনে নিলাম। এরপর শহরের বাইরে গিয়ে একটি নির্জন স্থানে গর্ত খোঁড়তে শুরু করলাম। আমি গর্ত খুঁড়ছিলাম, আর সেই ছোট্ট মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

গর্ত খুঁড়তে গিয়ে কিছু মাটি আমার পোশাকে লেগে গেল। তখন মেয়েটি সেই মাটি ঝেড়ে দিয়ে বলল, 'আপনার কাপড়ে মাটি লেগেছে'। কিন্তু আমার ওপর তার এই নিষ্পাপ কথাগুলোর কোনো প্রভাব পড়েনি। আমি গর্ত খুঁড়তে থাকলাম। যখন গর্ত খুঁড়ে শেষ হলো, তখন মেয়েকে জোর করে ধরে গর্তের ভেতর ফেলে দিলাম। এরপর তার ওপর মাটি ফেলতে শুরু করলাম।

মেয়েটি কাঁদতে লাগল। সে আমাকে ডেকে বলতে লাগল, 'আমার চুলে মাটি পড়ছে, আমার চোখে মাটি যাচ্ছে'! কিন্তু আমার ওপর এমন পশুত্ব ভর করেছিল যে, আমি তার কথার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করলাম না। আমি মাটি ফেলতে থাকলাম। এভাবে মেয়েটি জীবন্ত মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল এবং তার আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে গেল।

তাকে মাটিতে পুঁতে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সব বলে দিলাম। বেচারী স্ত্রী আর কী বলবে! এই কথা শুনে একদম নির্বাক হয়ে গেল।

হে আল্লাহর হাবিব, আমার জীবনে একটা সময় এমন ছিল যখন আমি নিজের হাতে নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। তারপর আপনি এসেছেন। আমাদের মানবতা শিখিয়েছেন, দ্বীন বুঝিয়েছেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন যে, ছোট শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

এই মেয়ে, যে এখন আমার কোলে, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। আমার নিজের কোনো কন্যা নেই। কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে ছোট শিশুদের জন্য এত ভালোবাসা আছে যে, আমি আমার ভাইয়ের মেয়েকেও কোলে নিই এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বুঝিয়েছেন যে, কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব আল্লাহর এক রহমত।[৩]

সাধারণত দেখা যায়, ছেলেসন্তান জন্ম হলে মানুষ আনন্দ প্রকাশ করে, আর মেয়ে জন্ম হলে তাদের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। অথচ বিষয়টা এমন হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে ছেলের জন্মে মা–বাবার মধ্যে বেশি নিরাপত্তাবোধ জাগে যে, একটা ছেলে হয়েছে, সে বড় হয়ে ব্যবসা করবে, চাকরি করবে, উপার্জন করবে এবং পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা করবে। আর মেয়ে জন্মালে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সে তো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না, আর যদি করেও, তবুও তার সুরক্ষার দায়িত্ব সারাজীবন পুরুষদেরই বহন করতে হবে।

এছাড়া ছেলের জন্মে মানুষের বংশ চলমান থাকে, নাম বেঁচে থাকে। আর মেয়ে তো অন্য কারো ঘরের শোভা হয়ে যায়। এ কারণেই মানুষ ছেলের জন্মে বেশি খুশি হয় আর মেয়ের জন্মে কম খুশি হয়।

তবে প্রকৃত সত্য হলো, যেভাবে ছেলের জন্মে খুশি প্রকাশ করা উচিত, ঠিক একইভাবে মেয়ের জন্মেও খুশি প্রকাশ করা দরকার।

আমাদের শরিয়ত এতই চমৎকার যে, আমাদের নির্দেশ দিয়েছে—যখন কারো ঘরে ছেলে বা কন্যাসন্তান জন্ম নেয়, সে যেন সপ্তম দিনে আকিকা করে। এটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের একটি পদ্ধতি যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের একটি নিয়ামত দান করেছেন। অর্থাৎ, খুশির প্রকাশ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্মেই করা উচিত।

---

[৩]. বিখরে মোতি